ভোরের কাগজ
NOV 15 2002

বিএম কলেজের বনমালী ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীদের অনিশ্চিত দিনযাপন

হোস্টেল সুপারের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও নৈতিক স্খলনের অভিযোগ

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল সরকারি বিএম কলেজের বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রীনিবাসের পরিস্থিতি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ছাত্রীদের উচ্ছৃংখলতা ও কর্তৃপক্ষের দুর্বলতায় ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। হোস্টেল সুপার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করেছেন। ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ ও নৈতিকস্খলনের পাল্টা অভিযোগ এনেছে। কক্ষ দখল-পাল্টা দখলে চাকরি হারিয়েছে দরিদ্র দুই বুয়া। সাধারণ ছাত্রীরা মহিলা হোস্টেল সুপার ও সহকারী সুপার নিয়োগের দাবি জানিয়েছে পরিবেশগত কারণে। কলেজ ও হোস্টেল কর্তৃপক্ষ এবং বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্য হতে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে, ছাত্রীনিবাসটি বর্তমানে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে চলছে। বিভিন্ন সরকারের আমলে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ইশারায় ছাত্রীনিবাস চালাতে গিয়ে একের পর এক হোস্টেল সুপার ও সহকারী সুপার বদলি হয়েছেন। জোট সরকারের আমলে অবস্থার অবনতি ঘটেছে ছাত্রদল, বাকসু, ল কলেজ ছাত্র সংসদের উপদলীয় কোন্দলের কারণে। জোর করে কক্ষ দখল, পছন্দমাফিক সিট বণ্টনের দাবি এ এসব নিয়ে অর্থনৈতিক লেনদেনের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এসব ঘটনা নিয়ে মিছিল-পাল্টা মিছিল, কক্ষ তালাবদ্ধ করা ও তালাভাঙ্গা, ছাত্রীদের মধ্যে মারামারি, দরিদ্র বুয়াদের চাকরি চ্যুতিসহ একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনায় ছাত্রীনিবাসের সুস্থ পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত এবং ছাত্রীদের পড়াশুনা ও ভবিষ্যৎ জীবন হুমকিগ্রস্ত হচ্ছে।

ছাত্রদল নেত্রীদের মধ্যে হলের সিট বণ্টন ও কক্ষ দখল নিয়ে উপদলীয় সংঘাতের জের ধরে হোস্টেল সুপার অধ্যাপক ইউসুফ আলী ছাত্রদল নেত্রী নাসরিনের হুমকিতে জীবন ও পরিবারের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে বরিশাল কোতোয়ালি থানায় জিডি করেছেন। কলেজ অধ্যক্ষ নুরুল আনোয়ার স্বীকার করেছেন, তাকে মৌখিকভাবে অবহিত করে এ জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে। তবে কোনো লিখিত অনুমতি বা একডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন এজন্যে নেওয়া হয়নি। ছাত্রীদের উচ্ছৃংখলতা, দখল এবং ছাত্রীনিবাসে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সেখানে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং অভিভাবক ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

বিএম কলেজের বনমালী ছাত্রীনিবাসে

● শেষের পাতার পর

ও সুধী সমাজের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। ছাত্রীনিবাসের সুষ্ঠু পরিচালনায় দায়-দায়িত্ব নিতে মহিলা শিক্ষকা তো দূরের কথা পুরুষ শিক্ষকরাও অপারগতা প্রকাশ করেন সব সময়। মরিয়ম ও সুফিয়া নামে ২ হোস্টেল বুয়াকে বরখাস্তের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, ওরা মাস্টাররোলে কাজ করতো। হোস্টেল সুপার তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি নিয়ম শৃঙ্খলা ও সুস্থপরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন বলে দাবি করেন।

অন্যদিকে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে দেওয়া ঐ ছাত্রীনিবাসের ১৬৮ জন ছাত্রীর স্বাক্ষরসংবলিত অভিযোগপত্র এবং মৌখিক বক্তব্যে বলা হয়েছে, হোস্টেল সুপার অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, বিভিন্ন চারিত্রিক দোষেদুষ্ট। তিনি ও তার পরিবার ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে অশালীন, অমানবিক, 'অভদ্র আচরণে অভ্যস্ত। তিনি নিজেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আত্মীয়, উপাধ্যক্ষের আত্মীয় বলে দাবি করে ছাত্রীদের ওপর উৎপীড়ন চালান ও হয়রানি করেন। তার সহকারী সুপার অধ্যাপক রাশেদ এক্ষেত্রে তাকে মদদ জোগালেও অপর দুই সহকারী সুপার ভদ্র ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তারা অধ্যাপক ইউসুফ ও রাশেদের আশু অপসারণ দাবি করে।

এছাড়া বহিরাগত হিসেবে হোস্টেলে অবস্থান, কক্ষ দখল-পাল্টা দখলে অভিযুক্ত ছাত্রদল নেত্রী নাসরিন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি উপদলীয় কোন্দলের অসহায় শিকার। হোস্টেল সুপারকে তিনি কখনো হুমকি দেননি। তবে বিভিন্ন সময়ে সুপারের অন্যায়, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে বাধা এবং ছাত্রীদের জামানতের টাকা আদায় করে দিয়েছেন। বিএম কলেজের ছাত্রী থাকাকালে ৩০০৪ নং কক্ষটি তার নামেই বরাদ্দ ছিল এবং সম্প্রতি ছাত্রী জীবন শেষ হওয়ায় তিনি তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন। তার প্রতিপক্ষ গ্রুপ এ দাবি অস্বীকার করে বলেছে, নাসরিন হোস্টেলে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করছে।